12658 - ইতকিাফরে ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ

প্রশ্ন

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ইতকিাফ করার আদর্শ জানতে চাই।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ইতকিাফ করার ক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ হচ্ছে অধকি পরপিূর্ণ ও অধকিতর সহজ।

তনিি লাইলাতুল ক্বদররে সন্ধানে— একবার প্রথম দশদনি ইতকিাফ করছেনে; তারপর মাঝরে দশদনি ইতকিাফ করছেনে; এরপর তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়ছে যে, লাইলাতুল ক্বদর শষে দশকে। এর পর থকেে মৃত্যু পর্যন্ত তনিি শষে দশকে ইতকিাফ করে গছেনে। একবার তনিি শষে দশকে ইতকিাফ করতে পারনেনি। তাই শাওয়াল মাসে সটোর কাযা পালন করছেনে। শাওয়াল মাসরে প্রথম দশকে তনিি ইতকিাফ করছেনে।[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে মৃত্যু হয়ছে সে বছর তনিি ২০ দনি ইতকিাফ করছেনে।[সহহি বুখারী (২০৪০)]

এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আয়ু শষে হয়ে আসার বষিয়টি জানতে পরেছেলিনে; তাই তনিি নকেীর কাজ বশেি করতে চয়েছেনে। যাতে করে তাঁর উম্মতরে কাছে এ বষিয়টি তুলে ধরতে পারনে যে, যখন তারা শষে বয়সে পৌঁছবে তখন তারা যনে আমলরে ক্ষত্রেে পরশ্রিমী হয়; যাতে করে তারা তাদরে সর্বোত্তম অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে পার।ে

অন্য মত,ে এর কারণ হল প্রত্যকে রমযান মাসে জব্রিাইল আলাইহসি সালাম তাঁর সাথে একবার কুরআন পুনরাবৃত্তি করতনে। যে বছর তনিি মৃত্যুবরণ করছেনে সে বছর দুইবার পুনরাবৃত্তি করছেনে। তাই তনিি যতটুকু সময় ইতকিাফ করতনে তার দ্বগিুণ সময় ইতকিাফ করছেনে।

তবে সবচয়েে মজবুত অভমিত হলো— তনিি সইে বছর বশিদনি ইতকিাফ করছেনে। কারণ আগরে বছর তনিি মুসাফরি ছলিনে। এর সপক্ষে প্রমাণ করে নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে হব্বিান প্রমুখ কর্তৃক সংকলতি উবাই বনি কাব (রাঃ) এর বর্ণতি হাদসি; হাদসিটরি ভাষ্য আবু দাউদরে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানরে শষে দশকে ইতকিাফ করতনে।

একবছর তনিি সফরে থাকায় ইতকিাফ করনেনি। তাই পররে বছর তনিি বশিদনি ইতকিাফ করছেনে।"[ফাতহুল বারী থকেে সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছটোে আকৃতরি তাবু পাতার নর্দিশে দতিনে। মসজদিে তার জন্য এটি পাতা হত। তনিি তাতে অবস্থান করতনে এবং মানুষ থকেে বচ্ছিন্নি থকেে তাঁর রবরে অভমিুখী হতনে। যাতে করে নর্জিনতার বাস্তব রূপ পূর্ণ হয়।

একবার তনিি তুর্কি তাবু (ছোটে তাবু)-তে ইতকিাফ করছেনে এবং তাবুর মুখে একটা ছাটাই দয়িে রখেছেলিনে। [সহহি মুসলমি (১১৬৭)]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) যাদুল মাআদ গ্রন্থে (২/৯০) বলছেনে:

"এ সবকছিু করছেনে যাতে করে ইতকিাফরে উদ্দশ্যে ও প্রাণ হাছলি হয়। এটি ছলি অজ্ঞ লোকেরো যা করে তথা ইতকিাফকে মলোমশো ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদরে সাক্ষাৎস্থল হসিবেে গ্রহণ করা এবং তাদরে মাঝে খোশ আলাপ জুড়ে দয়ো— এ সবরে সম্পূর্ণ বপিরীত। এ ধরণরে ইতকিাফরে এক রঙ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ইতকিাফরে আরকে রঙ।"[সমাপ্ত]

তনিি সারাক্ষণ মসজদিে অবস্থান করতনে। শুধু প্রাকৃতকি প্রয়োজন ছাড়া মসজদি থকেে বরে হতনে না। আয়শো (রাঃ) বলনে: "যখন তনিি ইতকিাফে থাকতনে তখন প্রয়োজন ছাড়া বাসায় আসতনে না।"[সহহি বুখারী (২০২৯) ও সহহি মুসলমি (২৯৭)] মুসলমিরে অপর এক রওেয়ায়তেে আছ: "মানবকি প্রয়োজন ছাড়া"। ইমাম যুহরী এর ব্যাখ্যা করছেনে: পশোব ও পায়খানার প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরষ্কিার-পরচ্ছিন্নতা রক্ষা করে চলতনে। তনিি আয়শো (রাঃ) এর কামরার দকিে মাথা ঢুকয়িে দতিনে। আয়শো (রাঃ) তাঁর মাথা ধুয়ে চরিুনি করে দতিনে।

আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজদিে ইতকিাফে থাকাবস্থায় আমার দকিে তাঁর মাথা ঢুকয়িে দতিনে। আমি হায়যে অবস্থা নয়িে তাঁর মাথা আঁচড়য়িে দতিাম।[সহহি বুখারী (২০২৮) ও সহহি মুসলমি (২৯৮)] সহহি বুখারী ও মুসলমিরে অপর রওেয়ায়তেে আছ: "আমি তাঁর মাথা ধুয়ে দতিাম"।

হাফযে ইবনে হাজার বলনে:

"এ হাদসিে মাথা আঁচড়ানোর অধভিুক্ত হসিবেে পরষ্কিার-পরচ্ছিন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহার, গোসল করা, মাথা মুণ্ডন করা, পরপিাটি হওয়া ইত্যাদি জায়যে হওয়ার পক্ষে প্রমাণ রয়ছে। জমহুর আলমেরে অভমিত হচ্ছ— মসজদিে যা কছিু করা মাকরুহ

কবেল সে সব ছাড়া ইতকিাফ অবস্থায় অন্যসব কছিু করা মাকরুহ নয়।[সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ ছলি তনিি ইতকিাফে থাকাবস্থায় কোন রোগী দখেতে যতেনে না, কোন জানাযার নামাযে শরীক হতনে না। যাতে করে আল্লাহ্ তাআলার আরাধনায় পূর্ণ মনোনবিশে করতে পারনে এবং ইতকিাফরে গূঢ় রহস্য বাস্তবায়ন করতে পারনে। আর তা হল: মানুষ থকেে বচ্ছিন্নি হয়ে আল্লাহ্ অভমিুখী হওয়া।

আয়শো (রাঃ) বলনে: "ইতকিাফকারীর জন্য সুন্নত হল— রোগী দখেতে না যাওয়া, জানাযার নামাযে না যাওয়া, কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্গার না করা এবং একান্ত যে প্রয়োজনে বরে না হলে নয়; এমন প্রয়োজন ছাড়া বরে না হওয়া।"[সুনানে আবু দাউদ (২৪৭৩), আলবানী হাদসিটকিে সহহি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে সহহি বলছেনে]

"কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্গার না করা" এর দ্বারা আয়শো (রাঃ) সহবাস বুঝাতে চয়েছেনে— শাওকানী নাইলুল আওতার গ্রন্থে এ কথা বলছেনে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতকিাফে থাকাবস্থায় তাঁর কোন এক স্ত্রী তাঁর সাথে দখো করতে এসছেলিনে। যখন তাঁর স্ত্রী চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালনে তখন তনিওি তাকে পৌঁছে দয়োর জন্য তার সাথে উঠে দাঁড়ালনে। এটি ছলি রাতরে বলোয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে স্ত্রী সাফয়িযা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানরে শষে দশকে মসজদিে ইতকিাফ করাকালে তনিি তাঁর সাথে দখো করতে আসনে। তনিি কছিু সময় তাঁর সাথে কথা বলনে। এরপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে পৌঁছে দয়োর জন্য তা সাথে উঠে দাঁড়ান।[সহহি বুখারী (২০৩৫) ও সহহি মুসলমি (২১৭৫)]

সারকথা হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ইতকিাফরে বশৈষ্ট্যি ছলি সহজতা ও কাঠন্যিবহীন। গোটা সময় ছলি আল্লাহ্র যকিরি, তাঁর ইবাদত ও লাইলাতুল ক্বদররে সন্ধানে মশগুল।

[দখেুন: ইবনুল কাইয়মে-এর 'যাদুল মাআদ' (২/৯০), ড. আব্দুল লতফি বালতু-এর 'আল-ইতকিাফ: নাযরা তারবাওয়য়িযাহ']